দৈনিক খবর

তারিখ 03 FEB 1993

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

তিন দলের প্রতি মিজান চৌধুরী

ছাত্রদের কাছ থেকে অস্ত্র তুলে নিন ওদের পড়তে দিন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

'জিয়া সশস্ত্র ছাত্র ক্যাডার প্রথা গড়ে তুলেছিলেন বলেই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়ায়'– এ অভিযোগ করে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এমপি বলেছেন, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলেছে। দেশ পরিচালনায় খালেদা জিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এমপি, পার্টির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হাসান উদ্দিন সরকার, শিক্ষা ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার মিলন, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের নেতা দিদারুল আলম দিদার, আদনান আক্তার, আলমগীর কবির লোটন, হুমায়ুন কবির চৌধুরী, আবদুল আজিজ চৌধুরী, মুজিবর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন ও সারোয়ার হোসেন টিটো। সভায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন খলিলুর রহমান খলিল।

মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক মত ও পথের ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু ছাত্রদের বিষয়ে সকলের উদার হওয়া উচিত। ছাত্ররা রাজনীতি করবে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিভ্রমণের জন্যে। কেননা ভবিষ্যৎ সমাজ গঠিত হবে ছাত্রদের নিয়ে। ছাত্রদের রাজনীতি সার্বক্ষণিক হবে না, ওরা কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না, কারো লাঠিয়াল হয়ে কাজ করবে না– আমার এটাই চাওয়া।

ছাত্ররাই ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলে জাতীয় দায়িত্ব পালন করবে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের প্রতি দোহাই দিয়ে বলছি, ছাত্রদের কাছ থেকে অস্ত্র তুলে নিন। ওদের পড়তে দিন। নইলে দেশটা মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। জিয়াউর রহমান ছাত্রদের মাঝে অস্ত্রের ক্যাডার গড়ে তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে এখন বারুদের গন্ধ।

তিনি বলেন, দেশ পরিচালনার মতো অভিজ্ঞতা খালেদা জিয়ার কতটা আছে তা নিয়ে সারা বিশ্বেই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের প্রতিহিংসার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের নাম–নিশানাও পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে। সরকার নিজেদের গণতন্ত্রী বলে দাবী করেন, কিন্তু কাজ–কর্মে তার কোন প্রমাণ মেলে না। জাতীয় পার্টিকে সমাবেশ করতে দেয়া হয় না। আমাদের সভা–সমাবেশে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। আজ সরকার ও প্রশাসনের প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সন্ত্রাস হচ্ছে। তালা লাগানো হচ্ছে আমাদের অফিসে। মারধোর করা হয়েছে আমাদের মহাসচিবকে। কাজী জাফর, টিটু ও দেলোয়ারকে কারাগারে নির্যাতন করা হচ্ছে। সরকার দেশটাকে নাৎসী সরকারে পরিণত করতে চাইছে।

মওদুদ আহমেদ বলেন, জাতীয় পার্টির মহাসচিব টিটুর গালে লাথি মেরে প্রকারান্তরে গণতন্ত্রের গালেই লাথি মারা হয়েছে। আমরা কোন দিনই এ সরকারকে গণতান্ত্রিক বলে সম্মান দেখাবো না। নির্বাচিত হলেই গণতান্ত্রিক হওয়া যায় না। ভোট পেলেই দেশ চালানো যায় না। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালে কখনই কোন সমাবেশে ১৪৪ ধারা জারি করিনি। আমাদের স্বৈরাচার বলা হয়। মানুষ আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে স্বৈরাচার কাকে বলে?

তিনি বলেন, শিক্ষা আজ মহাসংকটে নিমজ্জিত। কোন সরকারই এ সংকট নিরসন করতে পারেনি। রাজনীতিকরাই এ জন্যে দায়ী। তবে আমরা উত্তরণের যাত্রা শুরু করেছিলাম। আজ ছাত্রদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। ঘুণে ধরা পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত মান বাড়েনি। জাতীয়করণকৃত শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার মান বাড়েনি। শিক্ষা খাতে জবাবদিহির কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষাকে আমরা রাজনৈতিকভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারিনি। সরকারে যারাই থাকুক, ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষা প্রসঙ্গে কর্মসূচী নিলে আমরা ২ হাজার সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিক্ষিত হবো। নইলে মুখ থুবড়ে পড়বে শিক্ষা ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও আসবে না। দেশে আজ জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ শিক্ষার মান কমছে। নারী শিক্ষার মানও বাড়েনি। সরকার কতজনকে চাকরি দিয়েছে তা আমরা জানতে চাই। চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হলেও নিয়োগ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস করছে ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা।

হাসান উদ্দিন সরকার বলেন, আমরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আচরণের জন্যে লড়াই করবো। আমরা আইনের শাসন পাইনি। শাসনের আইন পেয়েছি। পুতুলের গণতন্ত্র পেয়েছি। এ গণতন্ত্রকে প্রতিহত করতেহবে।

তিনি বলেন, পল্লীবন্ধু এরশাদ ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো মনে করতেন বলেই নিজের ছাত্র সংগঠনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। অথচ রাজনৈতিক দলগুলো এই দৃষ্টান্তকে অনুকরণ করেনি। দেশ জাহান্নামে থাক কিংবা গোল্লায় যাক, কিন্তু ক্ষমতায় আমাদের যেতেই হবে– এ ভাবনায় রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

গোলাম সারোয়ার মিলন বলেন, আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। ছাত্র সমাজকেই এরশাদ মুক্তির আন্দোলনে এগিয়েআসতে হবে।